বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস

৭ এপ্রিল ১৯৯৮

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার

৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

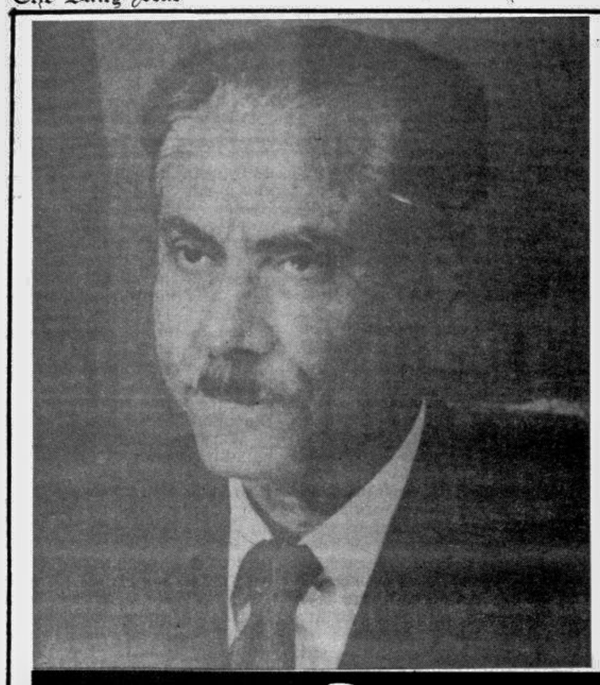

বাণী

স্বাস্থ্য সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করে এর সমাধানকল্পে বিশ্বের জনগণ ক্রমান্বয়ে সচেতন হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস '৯৮ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

এবারের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো -"Pregnancy is special : Let's make it safe" অর্থাৎ "গর্ভকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঃ আসুন একে নিরাপদ রাখি"। মা ও শিশু মৃত্যুর হার কমাতে গর্ভকালীন মায়ের নিরাপত্তা তথা সেবা নিশ্চিত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে সরকারের গৃহীত ব্যবস্থায় জনগণের সার্বিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত হলে আমরা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছতে সক্ষম হ'ব।

আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস, ১৯৯৮ উদ্‌যাপনের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

নিরাপদ মাতৃত্ব ঃ একটি সামাজিক অংগীকার

ডাঃ এ এম জাকির হোসেন
পরিচালক, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও রোগ নিয়ন্ত্রণ
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

একটি মাতৃত্বের মৃত্যু সর্ব অবস্থাতেই একটি করুণ ঘটনা। বাংলাদেশে এই ঘটনা আরো করুণ কারণ এর হার অত্যধিক-প্রতি হাজার জীবিত জন্ম-গ্রহণকারী শিশুর প্রেক্ষিতে ৫ জন। এটি এ কারণে আরো করুণ যে এই মৃত্যুর বহুলাংশেই প্রতিরোধযোগ্য এবং অনভিপ্রেত।

গর্ভের সঞ্চারের পর থেকে প্রসবের ৪২ দিন পর্যন্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গর্ভধারণের কারণে যদি গর্ভধারিনীর বা প্রসূতির মৃত্যু হয় তবে সেটাকেই মাতৃ মৃত্যু হিসাবে পরিগণিত করা হয়।

গর্ভধারণের কারণে মাতৃ মৃত্যু কেন হয় ? এর কতগুলি সামাজিক ও কতগুলি সাংগঠনিক কারণ রয়েছে।

সামাজিক কারণ ঃ

১। সমাজে মহিলাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন ক্ষমতা নাই বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মহিলাদের অংশগ্রহণের কোন সুযোগ বা পরিবেশ এখনও বাংলাদেশে সৃষ্টি হয় নাই। মহিলাদের সমস্যার কথা আমাদের সাংস্কৃতিক পরিবেশে অন্যদের কাছে তুলে ধরেন না সহজে। অন্য পক্ষে পুরুষরাও মহিলাদের সেবা গ্রহণের প্রয়োজ-নীয়তা ও গুরুত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করেনা। তাই গর্ভবতীর সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব ঘটে;

২। সিদ্ধান্ত নেবার পর যোগাযোগ ব্যবস্থার ও যানবাহনের অপ্রতুলতা এবং মূল্যের কারণে রোগীর তথা গর্ভধারিনীর স্থানান্তরে অহেতুক কালক্ষেপন ঘটে;

৩। সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং স্থানান্তরের পর দেখা যায় অনবহিতির কারণে সেবা গ্রহীতাকে হয়ত এমন একটি প্রতিষ্ঠানে নেয়া হয়েছে যেখানে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের কোন ব্যবস্থা নাই।

উপরোক্ত সব সামাজিক কারণে অনেক গর্ভবতী রাস্তায় বা সেবা সদনে পৌছাবার অব্যবহিত পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। যা বেদনাদায়ক। যেহেতু উপরোক্ত সমস্যাগুলি সামাজিক তাই সামাজিক ভাবেই এসব সমস্যার সমাধান করতে হবে।

কিভাবে ?

১। জনকল্যাণের ক্ষেত্রে জনগণের নেতৃবৃন্দের কিছু দায়িত্ব আছে। প্রকৃতপক্ষে জনগণ এজন্যই এসব নেতৃবৃন্দকে নির্বাচিত করে থাকেন। জননেতারা কি করতে পারেন ? প্রথমত ঃ গর্ভধারণ প্রসব ও প্রসবোত্তর কালে মা'দের কি কি সেবা প্রয়োজন সে সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করে তা জনগণকে পরিবার প্রধানদের জানাতে হবে এবং সে অনুযায়ী যাতে ব্যবস্থা নেয়া হয় সে লক্ষে কাজ করতে হবে। যেমন গর্ভবতীকে যাতে সময়মত টিকা দেয়া হয়, চিকিৎসক দেখান হয়, বিশ্রাম দেয়া হয়, পুষ্টি দেয়া হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। জরুরী অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য পূবাহ্নেই ব্যবস্থা করে রাখার ক্ষেত্রে পরিবার প্রধানকে সহায়তা করতে হবে যেমন, স্থানান্তরের জন্য একটি যানবাহনের সংগে চুক্তি করে রাখা ইত্যাদি। গর্ভধারিনীর মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ লক্ষণ দেখা দিচ্ছে কিনা সেটিকে লক্ষ্য রাখার জন্য পরিবারের সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যাতে নেয়া হয় সে লক্ষে কাজ করতে হবে।

২। সেবা প্রদানকারীদের ও জননেতাদের মধ্যে অবহিতিকরণের কাজটি সুষ্ঠু ও কার্যকরীভাবে করতে হবে এবং পরিবার প্রধান ও অন্দর মহলের নেপথ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের মধ্যে তথ্য প্রচার করতে হবে। যাতে জননেতা ও সেবা প্রদানকারীদের দ্বিমুখী প্রচেষ্টার ফলে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গী ও সামাজিক রীতি-নীতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধিত হয়। এসব কাজে যতদূর সম্ভব অডিও ভিযুয়াল উপকরণাদি ব্যবহার করতে হবে এবং একজন কর্তৃক একজনকে পরামর্শ প্রদানের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে;

৩। মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধি করার কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। কারণ শিক্ষিত মহিলারা তাঁদের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন অতি সহজে এবং সঠিক সিদ্ধান্তও নিতে পারেন তাঁরাই।

৪। মহিলাদের মধ্যে কর্ম সংস্থানের মাধ্যমে দু'ভাবে মাতৃত্বকে নিরাপদ করা যায়। ক) যে সব মহিলা দাপ্তরিক কাজে ব্যাপৃত থাকেন তাঁরা বিয়েতে বিলম্ব করেন এবং ঘন ঘন সন্তান গ্রহণ করেন না এবং এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণেও তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিপক্ক বয়সে বিবাহ এবং কম সংখ্যক সন্তান গ্রহণ মাতৃমৃত্যু রোধের সহায়ক।

যদিও গর্ভধারণ একটি জৈবিক প্রক্রিয়া কোন গর্ভধারণই ঝুঁকিহীন নয়। তাছাড়া কোন গর্ভবতী কখন ঝুঁকির মুখোমুখি হবেন সেটা সর্বক্ষেত্রে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তথাপি ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভের কিছু কিছু লক্ষণ আমাদের জেনে রাখা প্রয়োজন এগুলি হল ঃ

১। ১৮ বছরের পূর্বে মেয়েদের বিবাহ
২। ২০ বছরের পূর্বে প্রথম সন্তান ধারণ
৩। ঘন ঘন তথা পূর্বের প্রসবের ২/৩ বছরের মধ্যে পুনরায় গর্ভধারণ
৪। ৩৫ বছর বয়সের পর গর্ভধারণ
৫। ৪ বা ততোধিক বার গর্ভধারণ
৬। হৃদরোগ, ফুসফুসের রোগ, রক্তস্বল্পতা, যকৃতের রোগ ও বৃক্কের রোগে আক্রান্তদের গর্ভধারণ
৭। পূর্বে ধারণকৃত গর্ভের ক্ষেত্রে কোন দুর্ঘটনা বা শিশুমৃত্যু
৮। ব্যাথা উঠার পর প্রসবে বিলম্ব-প্রথম প্রসবের ক্ষেত্রে ১২ ঘন্টা ও পরবর্তী প্রসবের ক্ষেত্রে ৩/৪ ঘন্টার পরও প্রসব না হওয়া
৯। প্রসবের ৩০ মিনিটের মধ্যে গর্ভফুল নির্গত না হওয়া
১০। গর্ভকালে, প্রসবকালে ও প্রসবের কয়েকদিনের মধ্যে অতিরিক্ত রক্তপাত বা দুর্গন্ধিযুক্ত স্রাব
১১। গর্ভধারিণীর উচ্চতা ৪'১০" এর কম হওয়া
১২। গর্ভধারিণীর পায়ে শোথনামা ও খিচুনী

লক্ষণীয় যে এসবের বেশ কয়েক-টির কারণ মেয়েদের শৈশবে পুষ্টির অভাবে এবং বেশ কিছু শুধু মাত্র জ্ঞানের অভাব জনিত। যার অধিকাংশই সামাজিকভাবে সমা-ধানযোগ্য। লক্ষ্য করুন যে এক একটি মাতৃ মৃত্যু পরিবারের মধ্যে কি অশান্তির সৃষ্টি করে। মায়ের অভাবে শিশুরা সামাজিকভাবে সুস্থ হয়ে গড়ে উঠতে পারে না যার ফলে সামাজিক সমস্যার বৃদ্ধি ঘটে। নিরাপদ মাতৃত্ব সুস্থ শিশুর নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং সুস্থ শিশু সবল, উৎপাদনশীল জাতির নিশ্চয়তা বিধান করে। যা আমাদের সবার জন্য মঙ্গলময়।

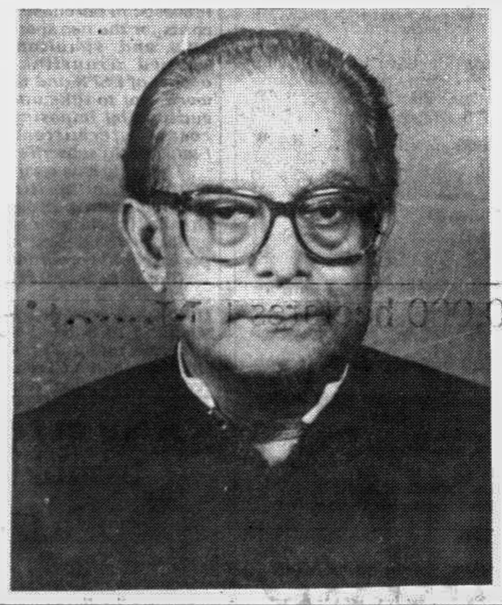

বাণী

অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের চেয়ে বাংলাদেশে মা ও শিশু মৃত্যুর হার অনেক বেশী। এদেশে প্রতি ঘন্টায় গর্ভকালীন জটিলতায় গড়ে ৩ জন মা মারা যায়। এ মৃত্যুর হার প্রতিরোধকল্পে গর্ভবতী মায়ের যত্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশু ও মায়ের স্বাস্থ্য এবং জাতীয় উন্নতি অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। এ প্রেক্ষাপটে এবারের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের শ্লোগান "গর্ভকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঃ আসুন একে নিরাপদ রাখি" বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

"২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য" এ লক্ষ্য অর্জনে সরকার বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবামূলক কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। এ কার্যক্রমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে উক্ত কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। এবারে দেশব্যাপী যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন এই কর্মসূচীতে নতুন গতি সঞ্চার করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

২০০০ সালের মধ্যে মা ও শিশু স্বাস্থ্য কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে সর্বস্তরের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসবেন, বলে আমি আশা রাখি।

আমি এবারের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপনের সার্বিক সফলতা কামনা করি।

সালাহ্ উদ্দিন ইউসুফ
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনায় ঃ ধারা এ্যাড

বাণী

বাংলাদেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। এ দিবসের এবারের শ্লোগান "গর্ভকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঃ আসুন একে নিরাপদ রাখি"। দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিষয়টি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় দেশে শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার অনেক বেশী। এ মৃত্যুর হার কমিয়ে এনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাকে গতিশীল রাখতে গর্ভকালীন সেবা তথা নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করতে আমাদের সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। এজন্য জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, সহযোগিতা ও চিন্তা-চেতনায় প্রত্যাশিত পরিবর্তন আনতে হলে স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রয়োজন অপরিহার্য বলে আমি মনে করি। মায়ের গর্ভকালীন সময়কে নিরাপদ রাখার প্রয়াসে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আমি দেশবাসীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই।

আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ১৯৯৮ উদ্‌যাপনের সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

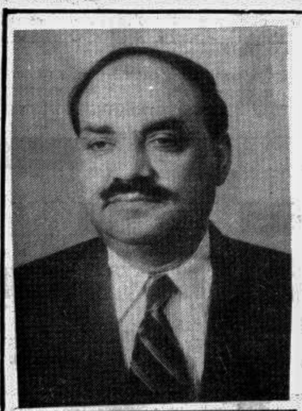

বাণী

মা ও শিশু মৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস '৯৮ এর শ্লোগান "গর্ভকাল বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ ঃ আসুন একে নিরাপদ রাখি" অর্থাৎ মায়ের গর্ভকালীন সময়কে গুরুত্ব দিয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির আহবান জানানো হয়েছে।

সরকার মা ও শিশু স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় গ্রহণ করেছে ব্যাপক কর্মসূচী। এই কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়ন তখনই সম্ভব হবে, যখন স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি, তাদের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এ প্রেক্ষাপটে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস '৯৮ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ।

আমি আশা করি আমাদের সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করা সম্ভব হবে এবং বিশ্বের বুকে উন্নত জাতি হিসাবে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হব।

আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস, ১৯৯৮ উদ্‌যাপন ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালনের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করি।

অধ্যাপক ডাঃ এম. আমানউল্লাহ
প্রতিমন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

আমাদের প্রত্যাশা একটি স্বাস্থ্যবান জাতি এবং স্বাস্থ্যবান জাতির জন্য প্রয়োজন প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নয়ন। এবারের বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের প্রতি-পাদ্য বিষয় "গর্ভকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঃ আসুন একে নিরাপদ রাখি"। মা ও শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে এবারের শ্লোগানটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের মা ও শিশু মৃত্যুর হার এখনও অনেক বেশী। সরকার জনগণের স্বাস্থ্য পরিচর্যার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে বিশেষভাবে আগ্রহী। গর্ভকালীন জটিলতা সম্পর্কে সজাগ থাকলে এবং এ ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণাকে কাজে লাগাতে পারলে মা ও শিশু মৃত্যুর হার আরও কমে আসবে। আমাদের সমাজে কুসংস্কারের ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। মা ও শিশু স্বাস্থ্যকে নিরাপদ রাখা ও আগামী প্রজন্মের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রয়াসকে আরও জোরদার করা প্রয়োজন। প্রাপ্ত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, স্থানীয় প্রযুক্তির উন্নয়ন, জনগণের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য কার্যক্রমে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অগ্রগতি নিশ্চিত করতে সক্ষম হবো।

আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস, ১৯৯৮ উদ্‌যাপন ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

মোহাম্মদ আলী
সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শুভেচ্ছা

গর্ভবতী মায়ের যত্নকে আর্থ-সামাজিক বিনিয়োগ বলা যায়। একজন সুস্থ মা জন্ম দিতে পারে একটি সুস্থ সন্তান তথা সুস্থ ও কর্মক্ষম জাতির। বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস '৯৮ ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৫০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে নিরাপদ মাতৃত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করে শ্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে "গর্ভকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঃ আসুন একে নিরাপদ রাখি"। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটেও এ শ্লোগানটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতি বছর বাংলাদেশে গর্ভজনিত কারণে প্রতি হাজারে প্রায় ৪.৫ জন মা মৃত্যুবরণ করে। প্রসবজনিত জটিলতায় দীর্ঘ মেয়াদী ভোগান্তি ও অনেক ক্ষেত্রে পংগুত্বের শিকার হয় লক্ষ লক্ষ মায়েরা। এ সব মৃত্যু ও দীর্ঘ মেয়াদী ভোগান্তি বহুলাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

এশীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থা ও অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস করা সম্ভব হয়নি। এর বহুবিধ কারণ রয়েছে। সমাজে শিক্ষার অনগ্রসরতা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে অসচেতনতা এদের মধ্যে অন্যতম। জনগণকে স্বাস্থ্য শিক্ষার মাধ্যমে স্বাস্থ্য উন্নয়নে তথা গর্ভকালীন, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যায় শিক্ষিত ও অভ্যস্ত করে এসব কর্মসূচীতে তাদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলেই দেশে মা ও শিশু মৃত্যু বহুলাংশে রোধ করা সম্ভব হবে। সরকার প্রদত্ত এসব সেবা সুবিধার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য জনগণের মধ্যে আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে হবে। সে প্রেক্ষাপট বিবেচনায় যথাযোগ্য মর্যাদায় বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস '৯৮ উদ্‌যাপন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

আমি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উদ্‌যাপনের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক এ.কে.এম নূরুল আনোয়ার
মহা-পরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

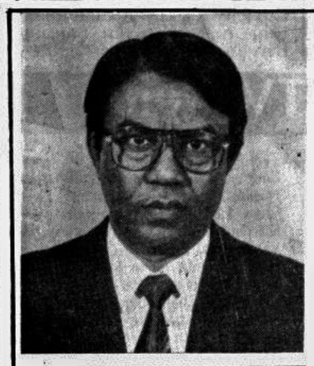

শুভেচ্ছা

নিরাপদ মাতৃত্ব ও মা ও শিশু স্বাস্থ্যের মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা আরো গতিশীল করার প্রত্যয়ে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ৭ই এপ্রিল/৯৮ এ বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

আজ শুধু আমাদের দেশেই নয়, সকল উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মাতৃ মৃত্যু হার অনেক বেশী। আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, নারী শিক্ষায় পশ্চাদপদতা ও পরনির্ভরশীলতা, স্বাস্থ্য জ্ঞানের অভাব, ঘন ঘন গর্ভধারণ, মাতৃ স্বাস্থ্য পরিচর্যায় অবহেলা, অজ্ঞতা ও কুসংস্কার নিরাপদ মাতৃত্বের অন্তরায় ও মাতৃ-মৃত্যুর কারণ-সমূহের অন্যতম। তাই বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় *"গর্ভকাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঃ আসুন একে নিরাপদ রাখি"* অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

জনগণের স্বাস্থ্যের মান উন্নয়নে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। দেশের চলমান স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমের মধ্যে নিরাপদ মাতৃত্ব ও মাতৃ-মৃত্যু রোধের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। দেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অবকাঠামোর মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচীর আওতায় তৃণমূল পর্যায়-পর্যন্ত প্যাকেজ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। তবে একে আরো বেগবান করতে হবে। মা ও শিশু স্বাস্থ্য রক্ষায় সম্মিলিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা আমাদেরকে সাফল্যের দ্বার প্রান্তে পৌছে দেবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

গর্ভজনিত কারণে মা'য়ের মৃত্যু রোধের মাধ্যমে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম একটি জাতি গঠিত হোক, বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসে এই হোক আমাদের প্রত্যাশা।

মোঃ সিরাজুল ইসলাম
মহা-পরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

MESSAGE

World Health Day this year is a special occasion for it marks the completion of 50 years of the Organization's service to humanity. Over the years we have achieved some major health gains. Small pox has been eradicated and polio is on the way out. There have been considerable achievements in the areas of child survival, infant mortality and life expectancy. These gains are, however, overshadowed by maternal deaths which still remain unacceptable high.

This year's World Health Day theme. "Pregnancy is special, let's make it safe", is, therefore, very appropriate. Most maternal deaths occur due to preventable causes. Safe and affordable technologies to prevent such deaths do exist, which should reach all women in need so that none may die from avoidable causes.

Safe Motherhood is a human right and a woman's right to life. Let us mobilize the will and resources to deliver it to them.

Dr. W. Hardjotanojo
WHO Representative

Courtesy :
SMC SOCIAL MARKETING COMPANY
femicon® Nordette®28 RAJA Panther Sensation DOTTED ORSaline®